28/5/20 অধ্যায় ২

ধ্বনি ও বর্ণ

আমরা মুখ দিয়ে যে নানারকম শব্দ করি, তাকে বলে **ধ্বনি**। মুখের যে অংশের সাহায্যে এই ধ্বনিগুলো উচ্চারিত হয়, সেগুলি হল—**কণ্ঠ** (গলা), **তালু**, **মূর্ধা**, **ওষ্ঠ** (ঠোঁট), **দন্ত** (দাঁত) এবং **জিহ্বা** (জিভ)। মুখ গহ্বরের শ্বাসবায়ুকে বিভিন্নভাবে নিয়ন্ত্রণ করে ধ্বনিগুলো উচ্চারিত হয়।

বর্ণ (Letter)

মুখের এই ধ্বনিগুলো লিখতে গেলে কতকগুলি চিহ্নের প্রয়োজন হয়। এই নির্দিষ্ট চিহ্নগুলি জানলে চিহ্নগুলি দিয়ে গঠিত কোনো শব্দ লিখতে বা বুঝতে পারা যায়। এই চিহ্নগুলি হল **বর্ণ** (Letter)।

বাঘ

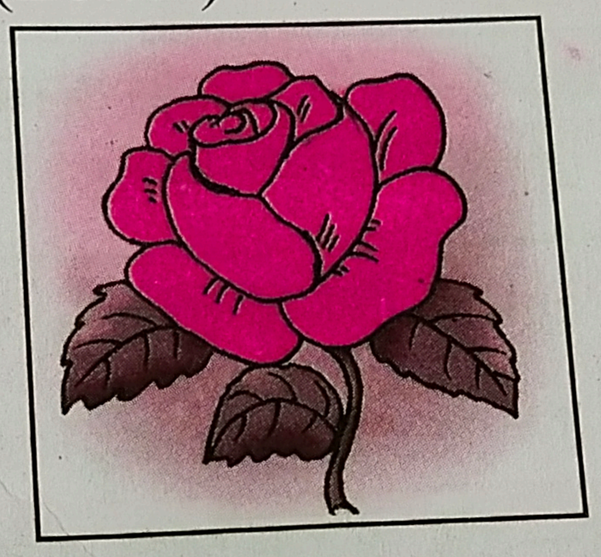

ফুল

নদী

ওপরের ছবিগুলোর নীচে তাদের নাম দেওয়া আছে। সেগুলি আমরা পড়লাম কীভাবে? যে সব বর্ণ দিয়ে নামগুলো লেখা আছে—সেগুলি আমরা জানি বা বুঝি। সেইজন্য সহজেই নামগুলো পড়তে পারলাম। এই বর্ণগুলিই হল এক একটি ধ্বনির এক একটি সাংকেতিক চিহ্ন।

★ **ধ্বনিগুলিকে লিখিত আকারে প্রকাশ করার জন্য যেসব চিহ্ন ব্যবহার করা হয় সেগুলিকে বলে বর্ণ (Letter)।**

বাংলা ভাষায় এরকম ৫২টি চিহ্ন বা বর্ণ আছে। এদেরকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়।—**(১) স্বরবর্ণ (২) ব্যঞ্জনবর্ণ।**

স্বরবর্ণ (Vowels)

☆ যেসব বর্ণ অন্য বর্ণের সাহায্য ছাড়া নিজে নিজেই উচ্চারিত হতে পারে, সেইসব বর্ণকে বলে স্বরবর্ণ।

বাংলায় স্বরবর্ণের সংখ্যা ১২টি যথা—

অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ ঌ এ ঐ ও ঔ

(বর্তমানে বাংলা ভাষায় ৯-এর ব্যবহার হয় না।)

স্বরবর্ণ আবার দুরকম, যথা—**হ্রস্বস্বর ও দীর্ঘস্বর**।

☆ হ্রস্ব মানে কম। অ, ই, উ, ঋ—এই চারটি স্বরবর্ণ উচ্চারণ করতে কম সময় লাগে বলে এগুলিকে হ্রস্বস্বর বলে।

☆ আ, ঈ, ঊ, এ, ঐ, ও, ঔ—এই সাতটি স্বরবর্ণ উচ্চারণ করতে বেশি সময় লাগে বলে একে দীর্ঘস্বর বলে।